কুরবানী একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ ফরয

22-June-2023

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে পানাহারও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْراً بِهَا مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهَا حَتّٰى يُبَلِّغَنِيْهَا অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন এবং একজন ফেরেশতা উক্ত দরূদ শরীফ আমার নিকট পৌঁছানোর জন্য নিযুক্ত রয়েছে। **(মুজামে কবীর ৮/১৩৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বয়ান শুনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যিলহজ্ব মাস হলো আরবী বছরের শেষ ও বরকতময় একটি মাস। হযরত আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: **আল্লাহর সর্বশেষ নবী, রাসূলে আরাবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, سَيِّدُ الشُّهُورِ رَمَضَانُ. وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذُو الْحِجَّةِ অর্থাৎ মাসগুলোর সর্দার হলো রমযান মাস এবং যিলহজ্ব হলো পবিত্রতা ও সম্মানের দিক থেকে সবচেয়ে মহিমান্বিত মাস। **(শুয়াবুল ঈমান: ৩/৩৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৭৫৫)**

হযরত কা'বুল আহবার رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যাকে "হাফিযুল কিতাবাইন" বলা হয়, তিনি পবিত্র কুরআনেরও একজন আলিম ছিলেন এবং তাওরাত শরীফেরও আলিম ছিলেন। তিনি বলেন: **আল্লাহ পাক** সময় নির্ধারণ করেছেন, অতএব **আল্লাহ পাকের** নিকট সর্বাধিক প্রিয় সময় হলো ৪টি

www.dawateislami.net

মহিমান্বিত মাস (অর্থাৎ যিলকদ, যিলহজ্ব, মহররম এবং রজব)। ঐ মাস গুলোর মধ্যে **আল্লাহ পাকে**র নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় মাস হলো যিলহজ্ব এবং যিলহজ্বের প্রথম দশ দিন (যাকে আশরায়ে যিলহজ্ব বা হারামের দশক বলা হয়, এগুলো) **আল্লাহ পাকে**র নিকট সর্বাধিক প্রিয় দিন।

(শুয়াবুল ঈমান: ৩/৩৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৭৪০)

سُبْحٰنَ الله! **হে আশিকানে রাসূল!** যিলহজ্বের প্রথম ১০ দিন অত্যন্ত বরকতময়। এগুলো মহান **আল্লাহ পাকে**র নিকট অত্যন্ত প্রিয় দিন, এমনকি মহান **আল্লাহ পাক** পবিত্র কুরআনে এই দিনগুলোর শপথ করেছেন, সুতরাং ইরশাদ করেন:

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ
(পারা ৩০, সূরা ফজর, আয়াত ১-২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সেই প্রভাত এবং দশ রাত্রির শপথ।

একটি বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত আয়াতে উল্লেখিত ১০ রাত দ্বারা যিলহজ্বের প্রথম ১০ রাতকে বুঝানো হয়েছে। জানা গেল, যিলহজ্বের প্রথম ১০ রাত অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ কারণ **আল্লাহ পাক** সেগুলোর শপথ করেছেন।

যিলহজ্জের দশদিন ইবাদতের ফযীলত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا হলেন সুলতানুল মুফাসসীর, **প্রিয় নবী, হুযুর পূরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চাচাতো ভাই, অত্যন্ত মহান সাহাবী এবং কুরআনের তাফসীর কারকও বটে। তিনি বলেন: **আল্লাহ পাকে**র **সর্বশেষ নবী, রাসূলে আরাবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَامِنۡ اَیَّامٍ اَلۡعَمَلُ الصَّالِحُ فِیۡھَا اَحَبُّ اِلَی اللّٰہِ مِنۡ ھٰذِہِ الۡاَیَّامِ অর্থাৎ যিলহজ্বের

দশ দিন ব্যতীত এমন কোন দিন নেই যাতে নেক আমল করা **আল্লাহ পাকে**র নিকট অধিক পছন্দনীয়। **(আবু দাউদ কিতাবুস সাওম, ৩৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৪৩৮)**

অর্থাৎ সাধারণ দিনে নেক আমল করাও **আল্লাহ**র নিকট অত্যন্ত প্রিয়, সাধারণ দিনে নেক আমল করাও অত্যন্ত ফযীলত পূর্ণ বিষয়, তবে যিলহজ্বের প্রথম ১০ দিন নেক আমল করা সাধারণ দিনের তুলনায় **আল্লাহ পাকে**র নিকট অনেক বেশি পছন্দনীয়।

এক বর্ণনায় রয়েছে: وَالْعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ سَبْعَمِائَةِ ضِعْفٍ এই ১০ দিনে নেক আমলের সাওয়াব ৭০০ গুণ বৃদ্ধি করা হয়।

(শুয়াবুল ঈমান: ৩/৩৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস:৩৭৫৭)

তিরমিযী শরীফের হাদীসে রয়েছে: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ অর্থাৎ ইবাদতের দিন সমূহের মধ্যে **আল্লাহ পাকে**র নিকট সর্বাধিক প্রিয় দিন হলো যিলহজ্বের প্রথম ১০ দিন। يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِّنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ অর্থাৎ এই দিনগুলোতে একটি রোযা এক বছরের রোযার সমান, وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ এবং এই দিনসমূহের প্রতি রাতে কিয়াম তথা রাত্রি জেগে ইবাদত করা শবে কদরের কিয়াম তথা রাত্রি জেগে ইবাদতের সমপরিমাণ।

(তিরমিযী, কিতাবুস সাওম, ২১১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৫৮)

হে আশিকানে রাসূল! একটু চিন্তা করুন! দিনগুলো কতই না প্রিয় ও ফযীলতপূর্ণ, এই দিনগুলোতে একটি নেক আমলের সাওয়াব ৭০০ গুণ বেড়ে যায়, এই দিনগুলোতে নেক আমল করা উত্তম নেকী, এই দিনগুলোতে একদিন রোযা রাখা এক বছরের রোযা রাখার সমতুল্য, এই

দিনগুলোর রাতে কিয়াম (অর্থাৎ রাত জেগে ইবাদত করা) শবে কদরের ইবাদতের সমতুল্য।

এখানে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, এই স্থানে নেক আমলের কোনো নির্দিষ্টতা নেই ❋ অর্থাৎ এই বরকতময় দিনগুলোতে প্রতিটি নেক আমলের সাওয়াব বৃদ্ধি করা হয়। ❋ এই দিনগুলোতে ফরয নামায আদায় করা সাধারণ দিনসমূহে ফরয নামাযের চেয়ে অধিক উত্তম। ❋ এই দিনগুলোতে নফল ইবাদত করা সাধারণ দিনের নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম, ❋ এই দিনগুলিতে নফল রোযা রাখা সাধারণ দিনের নফল রোযা থেকে উত্তম। ❋ যিলহজ্বের প্রথম দশকে নেকীর দাওয়াত দেওয়া সাধারণ দিনে নেকীর দাওয়াত দেওয়া থেকে উত্তম, ❋ যিলহজ্বের প্রথম দশকে সদকা করা অন্যান্য দিনে সদকা করার চেয়ে উত্তম, ❋ যিলহজ্বের প্রথম দশকে **আল্লাহ পাকে**র যিকির করা অন্যান্য দিনে **আল্লাহ পাকে**র যিকির করার চেয়ে উত্তম। ❋ যিলহজ্বের প্রথম দশকে মাতা-পিতার যিয়ারত করা সাধারণ দিনে মা-বাবার যিয়ারত করার চেয়ে উত্তম। ❋ যিলহজ্বের দশদিনে তিলাওয়াত করা অন্যান্য দিনে তিলাওয়াত করার চেয়ে উত্তম, মোটকথা যে কোনো প্রকার নেক আমল তা যদি যিলহজ্বের প্রথম দশকে করা হয় তবে তা সাধারণ দিনের তুলনায় অধিক ফযীলতপূর্ণ, **আল্লাহ পাকে**র নিকট অধিক প্রিয় এবং এর সওয়াব ৭০০ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেক আমলের বসন্তকাল:

سُبْحٰنَ اللّٰه! **হে আশিকানে রাসূল!** এই ১০টি দিন যেন নেক আমলের বসন্তকাল। আমাদের উচিত এই দিনগুলোর সদ্ব্যবহার করা, অধিক পরিমাণে নেক আমল করা, নামায পড়া, নফল ইবাদত করা, তিলাওয়াত করা, যিকির করা বরং এর চেয়ে উত্তম হলো, রাত জেগে ইবাদত করা কারণ রাতের ইবাদত প্রিয়। হযরত সাঈদ বিন জুবায়ের رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর একটি বরকতময় রীতি ছিল যখন যিলহজ্বের প্রথম দশকের আগমন ঘটতো তখন তিনি ইবাদত করার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন এবং বলতেন: لَا تُطْفِئُوا سُرُجَكُمْ لَيَالِي الْعَشْرِ অর্থাৎ যিলহজ্বের প্রথম দশকে রাতে ঘরের প্রদীপ নিভিয়ো না। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৪/৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৬৭১)**

সাধারণত রাতে ঘুমানোর সময় প্রদীপ নিভিয়ে দেওয়া হয়, তাই হযরত সাঈদ বিন জুবায়ের رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন, যিলহজ্বের প্রথম দশকে বাতি নিভিয়ো না, অর্থাৎ এই রাতে ঘুমিয়ে পড়ো না, বরং রাত জেগে অধিক পরিমাণে ইবাদত করো।

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নফল রোযা রাখতেন:

উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا বলেন, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যিলহজ্বের প্রথম দশকে নিয়মিত নফল রোযা রাখতেন।

(সহীহ ইবনে হিব্বান, কিতাবুল হজ্ব: ১৭০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৪২২)

মনে রাখবেন! যিলহজ্বের প্রথম দশকে রোজা রাখার অর্থ হলো: যিলহজ্বের প্রথম ৯ দিনের রোযাই, কারণ ১০ই যিলহজ্বের দিনে (অর্থাৎ ঈদুল আযহার দিন) রোযা রাখা জায়েয নেই।

হে আশিকানে রাসূল! হায়! যদি আমরাও নেকীর কাজের লোভী হয়ে যেতাম, আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যিলহজ্বের প্রথম দশকে রোযা রাখতেন, হায়, আমরাও যেন **প্রিয় নবী**র এই সুন্নতকে অনুসরণ করার জন্য নফল রোযা রাখি, নামায আদায় করি ও ইবাদত করি কারণ এই উপার্জন গুলোই কবর ও হাশরে কাজে আসবে, বাকি সব কিছু তো দুনিয়াতেই ছেড়ে যেতে হবে, তাই নেক কাজের প্রতি লোভ বৃদ্ধি করা উচিত, যিলহজ্বের প্রথম দশকে একটি নেকী ৭০০ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন এবং অধিক পরিমাণে নেক কাজ করুন। **আল্লাহ পাক** আমাদের সকলকে তাঁর সন্তুষ্টিমূলক কাজে মশগুল থাকার সামর্থ্য দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যিলহজ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত
কুরবানী কার উপর ওয়াজিব?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যিলহজ্ব মাসে উদযাপিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের মধ্যে একটি হল কুরবানী। প্রত্যেক মুসলমান নর-নারী যারা প্রাপ্তবয়স্ক, স্থানীয় বাসিন্দা (অর্থাৎ মুসাফির নয়) এবং একই সাথে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় (অর্থাৎ সাড়ে ৫২ তোলা রূপা বা তার সমপরিমাণ অর্থের মালিক হয়) তাহলে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব। **(ফতোওয়ায়ে আলমগীরি: ৫/২৯২ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

প্রতিটি চুলের বিনিময়ে নেকী

হযরত যায়েদ বিন আরকাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: একবার সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان নববী সমীপে জিজ্ঞেস করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই কুরবানী মূলত কী? **প্রিয় নবী, রাসূলে হাশেমী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বললেন, سُنَّۃُ اَبِیۡکُم اِبۡرَاہِیۡم অর্থাৎ তোমার পিতা ইব্রাহীম عَلَیۡہِ السَّلَام এর সুন্নাত। সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان পূনরায় জিজ্ঞেসা করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এতে আমাদের জন্য কী প্রতিদান রয়েছে? তিনি ইরশাদ করলেন: بِکُلِّ شَعۡرَۃٍ حَسَنَۃ অর্থাৎ কুরবানীর প্রতিটি চুলের বিনিময়ে তোমাদের জন্য একটি করে নেকী রয়েছে।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আযহা, ৫১০ পৃষ্ঠা হাদীস: ৩১২৭)

জো খোদা কেলিয়ে কুরবানী কেয়া করতে হে
দর আসল খুলদ কে হকদার হুয়া করতে হে

ঈদুল আযহার দিন সর্বোত্তম আমল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: **রাসূলগণের সর্দার** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ঈদুল আযহার (অর্থাৎ যিলহজ্বের ১০ তারিখ) ব্যাপারে বলেন: مَا عَمِلَ آدَمِیٌّ فِی ھٰذَا الۡیَوۡمِ اَفۡضَلُ مِنۡ دَمٍ یُھۡرَاقُ অর্থাৎ আজকের দিনে মানুষের কোনো কাজ রক্তপাতের (অর্থাৎ কুরবানী করার) চেয়ে অধিক ফযীলত পূর্ণ নয়। **(মাজমাউয-যাওয়াইদ ৪/৫ পৃষ্ঠা, হাদীস:৫৯৩৯)**

অপর হাদীসে পাকে রয়েছে, কুরবানীর দিন (অর্থাৎ ঈদুল আযহার দশম দিন) **আল্লাহ পাকের** নিকট একজন মানুষের সর্বাধিক পছন্দনীয় কাজ হল রক্তপাত করা অর্থাৎ কুরবানী করা। নিশ্চয় কুরবানীর পশু কিয়ামতের দিন তার শিং, তার চুল এবং তার খুরসহ নিয়ে উঠবে, নিশ্চয়

কুরবানীর রক্ত জমিনে পড়ার পূর্বেই **আল্লাহ পাকের** নিকট তার কুরবানী কবুল হয়ে যায় সুতরাং আনন্দচিত্তে কুরবানী করো।

(তিরমিযী, কিতাবুল আযহা, ৩৮৩ পৃষ্ঠা হাদীস: ১৪৯৩)

কুরবানীর পরিবর্তে মাংস সদকা করা যথেষ্ট নয়:

হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এ থেকে জানা গেলো, কুরবানীর মূল উদ্দেশ্য রক্তপাত করা, মাংস খাওয়া হোক বা না হোক, অতএব কেউ যদি কুরবানীর মূল্য পরিশোধ করে দেয় বা ততোধিক দুই বা তিনগুণ মাংস সদকা করে দেয় তাহলে কুরবানী কখনও আদায় হবে না, আর কেন হবে না কারণ কুরবানী হলো হযরত খলিলুল্লাহ এর অনুসরণ এবং হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام স্বয়ং নিজে রক্তপাত করেছেন, মাংস অথবা অর্থ সদকা করেননি আর অনুসরণ তখনই সঠিক বলে বিবেচিত হবে যখন মূল অনুযায়ী করা হবে।

মুফতি সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরও বলেন: অন্যান্য আমলগুলো সম্পাদন করার পর কবুল হয় কিন্তু কুরবানী করার পূর্বেই কবুল হয়ে যায়, অতএব কুরবানী করাকে অনর্থক ভেবে কিংবা সংকীর্ণ হৃদয়ে করো না। সবখানে যৌক্তিক ঘোড়া দৌঁড়াবে না! **(মিরাতুল-মানাজিহ, ২/৩৭৫ পৃষ্ঠা)**

কুরবানী জাহান্নাম থেকে অন্তরাল হয়ে যাবে

আল্লাহ পাকের রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ ضَحَّى طِيْبَةً نَفْسِهٖ مُحْتَسِبًا لِاُضْحِيَتِهٖ كَانَتْ لَهٗ حِجَابًا مِّنَ النَّار অর্থাৎ যে ব্যক্তি আনন্দচিত্তে

www.dawateislami.net

সাওয়াবের আশায় কুরবানী করবে, এই কুরবানী তার পক্ষে জাহান্নাম থেকে অন্তরাল হয়ে দাঁড়াবে। **(জামে সগীর, ৫৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৮২৫)**

কুরবানী গুনাহের কাফফারা

অপর একটি হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা হলো: কুরবানীর পশুর প্রথম ফোঁটা রক্তের বিনিময়ে **আল্লাহ পাক** কুরবানীদাতার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেন। **(জামে সগীর, ৫৩৩ পৃষ্ঠা হাদীস: ৮৮২৫)**

হে আশিকানে রাসূল! চিন্তার বিষয়! গুনাহ কে করে? অবশ্যই মানুষ করে, পশুপাখি তো শরীয়তের আওতাধীন নয় তারা তো গুনাহ করে না, কিন্তু দেখেন! মানুষের গুনাহের কাফফারা কে হচ্ছে? নিরাপরাধ প্রাণী। এই অর্থে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আমাদের প্রতি এই প্রাণীটির কত বড় অনুগ্রহ রয়েছে যে, আমরা গুনাহ করেছি আর এই নিরীহ প্রাণীটি তার জীবন উৎসর্গ করে আমাদের গুনাহের কাফফারা দিচ্ছে।

এতে সেই লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে যারা কুরবানীর সময় রং তামাশায় মেতে উঠে, পশুর প্রাণ বের হতে দেখে, তার ছটফট করার আওয়াজ শুনে উল্লাসে মেতে উঠে এবং **আল্লাহ**র পানাহ! কিছু নির্বোধ তো হাত তালিও দেয়। হায়! এটা তামাশা দেখার সময় নয় বরং নিজের গুনাহের প্রতি অনুতপ্ত হওয়ার এবং এই প্রাণীর প্রতি অনুগ্রহ করার সময়।

হে আশিকানে রাসূল! আমাদের ভয় করা উচিত, শিক্ষা নেওয়া উচিত, এটা তো সেই প্রাণী যে তার প্রভুর নামে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করছে, যে তার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত করছে, আমাদের উচিত তার দয়া প্রতি সদয় হওয়া এবং তাকে বেশি পরিমাণে সম্মান করা।

আল্লাহ পাক আমাদের হেদায়েত দান করুন এবং **আল্লাহ পাকের** সৃষ্টির প্রতি সদয় হওয়ার সামর্থ্য দান করুন। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কুরবানী একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ ফরয

হে আশিকানে রাসূল! এ বিষয়টি মনে রাখবেন যে, কুরবানী কোন উৎসব বা প্রথা নয়, বরং একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ ফরয। ❋ কুরবানীর মাঝে আমাদের শেখার জন্য অনেক কিছু বিদ্যমান আছে। ❋ কুরবানী আমাদের বাঁচার উদ্দেশ্য শেখায়। ❋ কুরবানীতে আত্মত্যাগের শিক্ষা রয়েছে। ❋ কুরবানী আমাদের সহানুভূতি শেখায় এবং ❋ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কুরবানী আমাদের দাসত্বের আদব শেখায়। আসুন এই প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত শুনি এবং এটি বোঝার চেষ্টা করি: **আল্লাহ পাক** পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ؕ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗۤ اَسْلِمُوْا ؕ وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ۙ﴿۳۴﴾

(পারা ১৭, সূরা হজ্জ, আয়াত ৩৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি একটা কুরবানী নির্ধারিত করেছি যেন তারা **আল্লাহর** নামে নেয় তার প্রদত্ত বাকশক্তিহীন চতুষ্পদ পশুগুলোর উপর, অতএব তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্যই, সুতরাং তারই সম্মুখে আত্মসমর্পণ করো, এবং হে মাহবুব! সুসংবাদ শুনিয়ে দিন সেই বিনীত লোকদেরকে।

তাফসীরে সিরাতুল জিনানে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় রয়েছে: অর্থাৎ পূর্ববর্তী ঈমানদার উম্মতদের মধ্যে প্রত্যেক উম্মতের জন্য মহান **আল্লাহ**

পাক একটি কুরবানী নির্ধারণ করেছেন যাতে তারা পশু জবাই করার সময় তাদের উপর **আল্লাহ পাকে**র নাম উচ্চারণ করে।

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা: ১৭ সূরা হজ্ব, আয়াত ৩৪, ৪৪৩ পৃষ্ঠা)

(১) কুরবানী হলো নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও একত্ববাদ আকীদার বাস্তব প্রকাশ

জাহেলী যুগে মানুষ তাদের মিথ্যা উপাস্যদের উদ্দেশ্যে কুরবানী করতো এবং জবাই করার সময়ও তাদের নাম নিতো, মুশরিকদের এই শিরককে খন্ডন করতে গিয়ে মহান **আল্লাহ পাক** বলেন: :

لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ؕ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗۤ اَسْلِمُوْا ؕ

(পারা ১৭, সূরা হজ্জ, আয়াত ৩৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যেন তারা **আল্লাহ**র নামে নেয় তার প্রদত্ত বাকশক্তিহীন চতুষ্পদ পশুগুলোর উপর, অতএব তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্যই, সুতরাং তারই সম্মুখে আত্মসমর্পণ করো।

অর্থাৎ **আল্লাহ পাকই** তোমাদের রিজিকদাতা, **আল্লাহ পাকই** এই প্রাণীগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, **আল্লাহ পাকই** এই শক্তিশালী প্রাণীগুলোকে তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন এবং মহান **আল্লাহ পাকই** তোমাদেরকে এগুলো জবাই করার এবং গোশতের মাধ্যমে শক্তি অর্জন করার অনুমতি দিয়েছেন। তোমাদের প্রভু কেবল একজনই, সুতরাং পশু জবাই করার সময় তাঁর নাম নাও! তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো! এবং তাঁরই সামনে মাথা নত করো!

হে আশিকানে রাসূল! জানা গেলো, **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে পশু সংক্রান্ত যে পুরস্কার দিয়েছেন, পশু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণে দিয়েছেন, তাদের মাংস আমাদের জন্য হালাল করেছেন, কুরবানী

এসব পুরস্কারের কৃতজ্ঞতা ও এবং একই সঙ্গে এতে একত্ববাদের বহিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ সারা বিশ্বের মুসলমানরা ঈদুল আযহা উপলক্ষে পশু জবাই করার সময় **আল্লাহ**র নাম উচ্চারণ করে এ বিষয়টি প্রকাশ করে যে, **আল্লাহ** এক, আমাদের পুরস্কৃতকারীও একজন, সকল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা একজনই এবং আমরা একমাত্র সেই একক খোদার ইবাদত করি, তিনি ব্যতীত আর কোন সৃষ্টিকর্তা নেই।

জানা গেলো, কুরবানী কোনো আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পাশাপাশি একত্ববাদ আকীদারও বহিঃপ্রকাশ।

কুরবানী নেক শক্তি লাভের উৎস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে একটি প্রশ্ন জাগে, তা হলো কুরবানী যদি নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ হয় তাহলে এই কৃতজ্ঞতা অন্যভাবেও জ্ঞাপন করা যেতে পারে যেমন, নামায, রোযা, দান-খয়রাত করেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যেতে পারে অবশেষে এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য পশু কুরবানী করাটাই কেন আবশ্যক? উলামায়ে কেরামগণ এ প্রশ্নের অনেক উত্তর দিয়েছেন।

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এ বিষয়ে অত্যন্ত ঈমান উদ্দীপক মাদানী ফুল বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, পশুরা অধিক হারে **আল্লাহ পাকে**র জিকির করে, **আল্লাহ পাক** পবিত্র কুরআনে বলেন:

وَاِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ
(পারা ১৫, বনী ইসরাঈল, আয়াত ৪৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর এমন কিছুই নেই যা তাঁর প্রশংসা করে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে না।

প্রিয় নবী রাসূলে আরবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীর সারমর্ম হলো: কতো প্রাণী এমন আছে যারা মানুষের চেয়ে ভালো এবং তাদের চেয়েও বেশি **আল্লাহ পাকে**র জিকির করে।

(জামে' সাগীর, ৬৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৫৩)

এ থেকে জানা গেলো, সমষ্টিগতভাবে পশুপাখি মানুষের তুলনায় অধিক হারে **আল্লাহ পাকে**র জিকির করে, হ্যাঁ মানুষের মধ্যেও এমন রয়েছে যারা অধিক হারে **আল্লাহ পাকে**র জিকির করে কিন্তু মানুষের একটি বিশাল দল রয়েছে যারা অলসতার শিকার হয়ে থাকে অবশ্যই পশুপাখি সাধারণত **আল্লাহ পাকে**র জিকিরকারী হয়ে থাকে। সুতরাং **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে পশু কুরবানী করার নির্দেশ দিয়েছেন এতে রহস্য হলো, মাংস খেলে মেধা বিকাশ ঘটে, দেহের শক্তি ও বল বৃদ্ধি পায় আর মাংসের বৈশিষ্ট্য হলো, এটি মানুষের প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে।

তাই আমাদের উপর হালাল পশু কুরবানী দেয়া আবশ্যক করা হয়েছে, যাতে আমরা সেই জিকিরকারী মাংস ভক্ষণ করি যা দ্বারা আমাদের মেধাবিকাশ ঘটবে, যখন জিকিরকারী পশুর মাংসের মাধ্যমে মেধাবিকাশ ঘটবে তখন সেই মেধা নেকীর দিকে অধিক অনুরাগী হবে এতে কুমন্ত্রণা অল্পহারে আসবে, এমন মেধা ইতিবাচক চিন্তাধারার অধিকারী হয়ে যাবে।

এভাবে **আল্লাহ পাকে**র জিকিরকারী পশুর মাংস আমাদের দেহের অংশ হয়ে যাবে, আমাদের স্বভাবের অংশ হয়ে যাবে, যাতে অবহেলা দূর হবে এবং মানুষ অধিকহারে **আল্লাহ পাকে**র জিকিরকারীতে পরিণত হবে।

(লতায়িফুল মা'আরীফ ৩৯০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه উক্ত মাদানী ফুলটি উল্লেখ করার পর বলেন, যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকে**র আনুগত্য করে, অধিকহারে **আল্লাহ পাকে**র জিকির করে, সে যেন এই পশুগুলোকে জবাই করে, তারপর মাংস খায়, তারপর সে সেই মাংস থেকে অর্জনকৃত শক্তিকে গুনাহের কাজে ব্যয় করে, তাহলে সে যেন বিষয়টিকে উল্টা করে দিলো, কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো এমন নির্বোধ লোক থেকে তো চতুষ্পদ জন্তু বহু গুণে উত্তম। **(লতায়িফুল মা'আরীফ ৩৯০ পৃষ্ঠা)**

হে আশিকানে রাসূল! শিক্ষনীয় বিষয়, কুরবানীর দিন জবাইকৃত এই পশুর মাংস ধনী-গরীব সবাই খায়, উচিত হলো এই মাংস খেয়ে অর্জিত শক্তি দিয়ে ❋ আমাদের মাঝে **আল্লাহ পাকে**র জিকির করার মানসিকতা সৃষ্টি করা ❋ নেকীর প্রতি অন্তর ধাবিত করা ❋ এর দ্বারা অর্জিত শক্তি নামায আদায়ের জন্য ব্যয় করা ❋ কুরআন তিলাওয়াতে ব্যয় করা ❋ এই শক্তি নেকীর দাওয়াত প্রচারে ব্যয় করা এবং এই শক্তি সৎ কাজে ব্যয় করা। কিন্তু হায়! আমাদের সমাজে এমন অনেক লোক আছে যারা দামী দামী পশু কুরবানী করে, মাংস খায় কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ করে না, কুরবানীর দিনেও নামায কাযা করে, সিনেমা, নাটক ও বিভিন্ন গুনাহে পূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঈদের দিন অতিবাহিত করে এবং ঈদের দিনটিকে নিজের জন্য শাস্তির হিসাবে বানিয়ে নেয়।

এই ধরনের নির্বোধ লোকদের ভয় করা উচিত, আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: এমন নির্বোধ থেকে তো সেই প্রাণীয় উত্তম যারা যতক্ষণ জীবিত থাকে **আল্লাহ পাকে**র জিকির করে এবং পরিশেষে **আল্লাহ পাকে**র নামেই উৎসর্গ হয়ে যায়। **(লতায়িফুল মা'আরীফ, ৩৯১ পৃষ্ঠা)**

কুরবানী আনুগত্যের শিক্ষা দেয়

হে আশিকানে রাসূল! কুরবানীর মূল শিক্ষা এটাই যে, মানুষ যেন **আল্লাহ পাকে**র প্রকৃত বান্দা হয়ে যায়, আনুগত্য কারী হয়ে যায়, দেখুন! মহান **আল্লাহ পাক** বলেন, কুরবানী প্রত্যেক উম্মতের জন্য ফরয করা হয়েছিলো, তারপর বলেন কুরবানী একটি নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা, এবং এটি শুধুমাত্র মহান **আল্লাহ পাকে**র জন্যই করতে হবে, অবশেষে মহান **আল্লাহ পাক** বলেন: :

وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِیْنَ ﴿۳۴﴾

(পারা ১৭, সূরা হজ্জ, আয়াত ৩৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে মাহবুব! সুসংবাদ শুনিয়ে দিন সেই বিনীত লোকদেরকে।

অর্থাৎ হে মাহবুব যারা বিনয়ী তাদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। বিনয়ী কারা? এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: :

الَّذِیْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ الصّٰبِرِیْنَ عَلٰى مَاۤ اَصَابَهُمْ وَ الْمُقِیْمِی الصَّلٰوةِۙ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَ ﴿۳۵﴾

(পারা ১৭, সূরা হজ্জ, আয়াত ৩৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: (যারা এমন সব লোক) যে, যখন **আল্লাহ**র নাম স্মরণ করা হয় তখন তাদের হৃদয় ভয়কম্পিত হতে থাকে এবং কোন বিপদাপদ এসে পড়ে তা সহ্যকারী ও নামায প্রতিষ্ঠাকারী, এবং আমার প্রদত্ত সম্পদ থেকে ব্যয় করে।

অর্থাৎ **আল্লাহ পাকে**র জন্য বিনয় অবলম্বনকারী হলো তারাই, যখন তাদের সামনে **আল্লাহ পাকে**র জিকির করা হয়, তখন তাদের অন্তর ভয় ও মহিমায় কম্পন করতে থাকে, তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে **আল্লাহ পাকে**র শাস্তির ভয় প্রকাশিত হতে থাকে। দুনিয়াতে তাদের উপর যে বিপদ-আপদ আসে

তাতে ধৈর্য ধারণ করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং মহান **আল্লাহ পাকে**র প্রদত্ত রিযিক থেকে দান সদকা করে।

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা: ১৭ সূরা হজ্ব, আয়াত ৩৫, ৬/৪৪৩ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে রাসূল! ভাবনার বিষয় হলো! আমরা কুরবানী করি, দামী দামী পশু ক্রয় করে প্রবল আগ্রহের সাথে কুরবানী করি, কিন্তু একটু ভাবুন তো! আমাদের মধ্যে জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়ার অধিকারী কয়জন রয়েছে? **আল্লাহ পাকে**র জিকিরকারী, **আল্লাহ পাকে**র জিকির শুনে আন্দোলিত ব্যক্তি, খোদাভীতির কারণে প্রকম্পিত ব্যক্তি, নামায আদায়কারী, **আল্লাহ**র পথে মন খুলে দান সদকা কারী কয়জন রয়েছে?

হায় আফসোস! আমরা তো কুরবানী করি, এটাও অনেক মহৎ কাজ, নেক কাজ, যার উপর কুরবানী ওয়াজিব তাকে কুরবানী করতেই হবে, কুরবানী করা ব্যতীত দায়মুক্ত হওয়া যাবে না কিন্তু কুরবানীর আসল উদ্দেশ্য কী? কুরবানী আমাদের কি শিক্ষা দেয়? কবে আমরা এই লক্ষ্য পূরণ করবো?

সুন্নাতে ইব্রাহীমি আদায় করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরবানী সুন্নাতে ইব্রাহীম, এটা নিয়েই আমরা একটু চিন্তা ভাবনা করি, হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর পবিত্র ধরন কি ছিল? তার জীবনী আমাদের কি শেখায়? হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর বয়স যখন ৭ বছর, তখন **আল্লাহ পাক** তাঁকে বলেন:

اَسْلِمْۙ

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ১৩১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আনুগত্য করো।

www.dawateislami.net

হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام ৭ বছর বয়সে বলেছিলেন:

قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۳۱﴾

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ১৩১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তখন আরয করলো, আমি গর্দান অবনত করেছি তাঁরই জন্যই, যিনি সমগ্র বিশ্বের রব।

শুনলেন তো আপনারা! হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام ৭ বছর বয়সে **আল্লাহ পাকে**র দরবারে এটি আরজ করলেন, তারপর সারা জীবন এর ওপর অটল রইলেন। তাঁর উপর বিপদ-আপদ এসেছে, পেরেশানি এসেছে, দুঃখ ও এসেছে, তিনি কষ্টেও জর্জরিত হয়েছেন কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর পা নড়চড় হয়নি, তিনি সর্বদা অবিচল ছিলেন। তাঁকে নেকীর দাওয়াত দেয়ার আদেশ হলো তখন তিনি একাই দ্বীনের বাণী প্রচারে ব্যস্ত হয়ে গেলেন, নমরূদ ছিলো সে সময়ের জালিম বাদশাহ, তার রাজ্যে থেকে, নির্ভয়ে একমাত্র মহান **আল্লাহ পাকে**র উপর ভরসা করে তিনি সত্যের বাণী প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

নমরূদ! হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام কে **আল্লাহ**র পানাহ! আগুনে ফেলার দুঃসাহস করলো, হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এতেও সন্তুষ্ট রইলেন, **আল্লাহ পাকে**র আনুগত্য করলেন, যখন তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছিলো, তখন হযরত জিব্রাইল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام উপস্থিত হয়ে বললেন: হে ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام কোন প্রয়োজন হলে বলুন, তিনি বললেন: প্রয়োজন তো আছে, কিন্তু তোমার তোমার কাছে নয়, তিনি বললেন: তাহলে যার কাছে প্রয়োজন তাঁকেই বলুন! তিনি বললেন: তিনি দেখছেন, বলার প্রয়োজন নেই।

سُبْحٰنَ اللّٰه! এটি ছিল বিশ্বাস, এটি ছিলো খোদার প্রতি ভরসা, অতঃপর **আল্লাহ পাক** তাঁর বিশ্বাস এবং আনুগত্যের প্রতিদানও দান করলেন, **আল্লাহ পাক** সেই ভয়ানক আগুনকে হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর জন্য বাগানে রুপান্তরিত করে দিলেন যা মাইলের পর মাইল ছড়িয়ে ছিল। অতঃপর হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام কে হিজরত করার নির্দেশ দেওয়া হলে তিনি নিজের বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে সিরিয়া দেশে চলে যান হিজরত করার জন্য। হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام যখন বার্ধক্যে উপনীত হলেন, তখন তিনি দোয়া করলেন:

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۰۰﴾
(পারা ২৩, সূরা সাফফাত, আয়াত ১০০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমার রব! আমাকে নেক সন্তান দান করুন।

এই বয়সে **আল্লাহ পাক** তাঁকে হযরত ইসমাইল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর রূপে একটি নেককার পুত্র সন্তান দান করেন। এখনো হযরত ইসমাইল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দুধ পান করার বয়স ছিলো তখন আদেশ দেয়া হলো: হে ইব্রাহীম! আপনার ছেলেকে তার মায়ের কাছে মক্কায় রেখে আসুন!

اَللّٰهُ اَكْبَرُ বৃদ্ধ বয়সে পুত্র সন্তান দান করা হলো, এখনো দুধ পান করার বয়স তখন সন্তানকে কার কাছ থেকে পৃথক করার আদেশ দেয়া হলো। উৎসর্গ হোন! এটি হলো আনুগত্যের প্রেরণা, এটি হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর আপন প্রভুর প্রতি পূর্ণঙ্গ ভালোবাসা যে, এই আদেশ শুনেও তাঁর কপাল সংকোচিত হলো না, জিহ্বায় কোনো অভিযোগ মূলক বাক্য আসা তো দূরের কথা অন্তরেও এর কোন ধারণা জন্মায়নি। হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর প্রভুর আদেশের উপর আপন শির নত করে দিলেন করে

এবং তাঁর দুধ পানকারী ছোট্ট শাহযাদা এবং তার মাতাকে মক্কার নির্জন উপত্যকায় একাকী রেখে পূনরায় চলে আসেন।

আল্লাহ আল্লাহ!.... প্রেমের পরীক্ষা এখনো আরো বাকি আছে!

হযরত ইসমাইল عَلَيْهِ السَّلَام এর বয়স যখন প্রায় **১৩** বছর, তখন হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام স্বপ্নে দেখলেন তিনি তাঁর ছেলেকে জবাই করছেন, নবীগণের স্বপ্ন অহী হয়ে থাকে, তাই হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام স্বপ্নের মাধ্যমে **আল্লাহ** প্রদত্ত নির্দেশ পালন করতে মক্কায় পৌঁছেন, হযরত ইসমাইল عَلَيْهِ السَّلَام কে স্বপ্নের বর্ণনা দেন। বাধ্যগত পুত্র বললেন:

قَالَ يٰۤاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِيْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۰۲﴾

(পারা ২৩, সূরা সাফফাত, আয়াত ১০০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: বললো, হে আমার পিতা! করুন যা আপনি আদিষ্ট হচ্ছেন, **আল্লাহ** ইচ্ছা করলে অবিলম্বে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।

سُبْحٰنَ اللّٰه! পুত্র হলে এমন হোক, আনুগত্য হলে এমন হোক...!!

اَللّٰهُ اَكْبَرُ অতঃপর হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর শাহযাদাকে সঙ্গে নিয়ে মিনায় আসেন, ছেলেকে শয়ন করিয়ে দিলেন, তাঁর গলায় ছুরি রাখলেন, বর্ণনায় রয়েছে: ছুরিটি ছিল খুবই ধারালো কিন্তু যখনই তা হযরত ইসমাইল عَلَيْهِ السَّلَام এর গলায় চালানো হতো তখন তা কাজ করতো না।

মহান **আল্লাহ পাকের** নির্দেশ পালনে অনিচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব হচ্ছিল, হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর বাধ্যগত হৃদয় এই বিলম্ব মেনে নিতে পারছিল না, তিনি ছুরি ধারালো করলেন, তারপর পূনরায় চালালেন,

কিন্তু কোন কাজ হলোনা, অতঃপর আবার ধারালো করলেন এবং ছুরি চালালেন কিন্তু চলল না, তিনবার এরকমই হলো। হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام আনুগত্যের চেতনা নিয়ে বারংবার ছুরি ব্যবহার করার চেষ্টা করছিলেন, এমন সময় হযরত জিব্রাইল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام জান্নাতি দুম্বা নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাইল عَلَيْهِ السَّلَام কে কুরবানী কবুল হওয়ার সুসংবাদ দেন।

হে আশিকানে রাসূল! এটাই হলো আনুগত্যের চেতনা, ত্যাগের চেতনা, বাধ্যতার চেতনা, যেমন পশু জবাই করা ইব্রাহীমি সুন্নাত, তেমনি এই আনুগত্য ও বাধ্যতার চেতনা, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে **আল্লাহ পাকে**র কাছে আত্মসমর্পণ করাও হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام বরকতময় রীতি। নিঃসন্দেহে হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ পাকে**র নবী, আমরা তাঁর সমকক্ষ হতে পারবো না, কিন্তু আমরা যেভাবে পশু কুরবানীর মাধ্যমে হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর সুন্নাত পালন করি, ঠিক সেভাবে নিজেকে **আল্লাহ পাকে**র নিকট আত্মসমর্পণ করে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে **আল্লাহ পাকে**র আনুগত্য মূলক কাজের মধ্যে লাগানোর চেষ্টাও করা উচিত।

হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর সঙ্গে সম্পর্ক কবে সঠিক হবে?

গাউসে আযম শেখ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মুমিন বান্দা 'কেন'? কিভাবে? জানে না (অর্থাৎ মুমিন বান্দা এটা দেখে না যে, কেন আদেশ দেয়া হলো, কিভাবে দেয়া হলো বরং একজন মুসলমান শুধু দেখেন, কে হুকুম দিয়েছে? **আল্লাহ পাক** আদেশ দিয়ে থাকলে, **তাঁর প্রিয় নবী রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হুকুম দিলে তখন বান্দা সেটা পালন করে, এতে কোন আপত্তি করে না, বরং মাথা শরীর থেকে পৃথক করার

www.dawateislami.net

চ্যালেঞ্জ দেয়া হোক না কেন সে **আল্লাহ** ও রাসূলের নির্দেশ অনুসরণ করে)।

গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরো বলেন, নফসে আম্মারাহ মন্দের উৎস, যদি মানুষ সাধনা করে (অর্থাৎ নিজেকে কষ্টের মধ্যে ফেলে, প্রতিটি পরিস্থিতিতে **আল্লাহ** ও তাঁর রাসূলের আদেশ পালন করে তাহলে ধীরে ধীরে) নফসে আম্মারাহ নফসে মুতমায়িন্নাতে রূপান্তর হয়ে যায়, যখন নফসে আম্মারাহ নফসে মুতমায়িন্নাতে রূপান্তর হয় তখন এমন হয় যে, মানুষ আনুগত্য করে, গুনাহ পরিহার করে, এই স্তরে পৌঁছে মানুষের আত্মা ভালো হয়ে যায়, তখন মানুষ দৈহিক কামনা-বাসনা পরিহার করে এবং মহান **আল্লাহ পাকে**র উপর পূর্ণ আস্থা রাখে। আর এটিই হলো সেই স্তর যখন হযরত ইব্রাহীমের সাথে একজন ব্যক্তির বন্ধন সঠিক হয় (অর্থাৎ এই স্তরে পৌঁছলে বলা যায় যে, এই বান্দা সুন্নাতে ইব্রাহীমকে অনুসরণকারী) তখন **আল্লাহ পাক** বান্দাকে অসংখ্য সাহায্য করে এবং পরকালে তাকে অসংখ্য নেয়ামত দ্বারা ধন্য করবেন। **(আল ফাতহুর রাব্বানি ওয়াল ফয়যুর রহমানী, ১৪ পৃষ্ঠা)**

হে আশিকানে রাসূল! এটাই হলো কুরবানীর বাস্তব শিক্ষা যে, আমরা যেন **আল্লাহ পাকে**র পূর্ণ আনুগত্য করি, কী ? কেন? কিভাবে? সেদিকে না তাকাই, বিবেকের ঘোড়া না দৌঁড়াই বরং **আল্লাহ** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদেশ এলে চোখ বন্ধ করে তা অনুসরণ করি। প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে বিরত থাকি, নফসে আম্মারার অনিষ্ঠতা থেকে বেঁচে থাকি, নিজেকে সংশোধন করি, এমনকি একপর্যায়ে নফসে মুতমায়িন্না অর্জনে সফল হয়ে যাবো।

নফসের কু- প্রবৃত্তি পরিহার করুন!

পবিত্র হাদিসে রয়েছে: لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبِعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত (পরিপূর্ণ) ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার কামনা বাসনা আমার আনিত দ্বীন অনুযায়ী হবে না। **(আস সুন্নাতু লি ইবনে আবি আছেম, ১২ পৃষ্ঠা, হাদীস:১৫)**

ওলামায়ে কেরামগণ উক্ত হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন, একজন বান্দার জন্য **আল্লাহ** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এমনভাবে ভালোবাসা আবশ্যক যে, সেই ভালোবাসা যেন তাকে **আল্লাহ** ও **তাঁর প্রিয়** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং গুনাহের পথে অন্তরাল হয়ে দাঁড়ায়। **(জামেউল উলুম ওয়াল হিকমাহ, ৩৯৭ পৃষ্ঠা)**

আল্লাহ পাক আমাদের এমন তৌফিক দান করুন, আমরা পশু কুরবানী করবো, অবশ্যই করবো পাশাপাশি নফসে আম্মারারও কুরবানী দিবো, নফসের কু প্রবৃত্তিরও কুরবানী দিবো, হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর ওসিলায়, হযরত ইসমাইল عَلَيْهِ السَّلَام এর ওসিলায়, হায়! আমরা যদি **আল্লাহ পাকে**র প্রকৃত আনুগত্যশীল বান্দা হয়ে যাই!

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি হলো ছুটির দিনে ইতিকাফ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নফসের কু-প্রবৃত্তি নির্মূল করতে, স্বীয় নফসের কু-প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং **আল্লাহ পাকে**র প্রকৃত আনুগত্যশীল বান্দা হতে দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। জেলি হালকার ১২টি দ্বীনি কাজে অংশ নিন। দা'ওয়াতে

ইসলামীর ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো ছুটির দিনে ইতিকাফ। **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ইতিকাফের নিয়্যতে মসজিদে অবস্থান করাও এক মহান ইবাদত। অতএব দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে শহরের আশেপাশের লোকদেরকে দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য শুক্রবার অথবা রবিবার ফজরের পর থেকে জুমার নামাজ পর্যন্ত অথবা সুযোগ বুঝে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত মসজিদে ইতিকাফ করা হয়। যে সমস্ত ব্যক্তি **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এভাবে মসজিদে অবস্থান করে তাদের প্রসঙ্গে একটি বর্ণনায় রয়েছে, **আল্লাহ পাকে**র নিষ্পাপ ফেরেস্তারা তাদের সঙ্গ অবলম্বন করে যারা মসজিদে অবস্থান করে, যদি সেই লোকেরা কখনো মসজিদ থেকে উধাও হয়ে যায় তখন ফেরেশতারা তাদের সন্ধান করে, আর যদি তারা অসুস্থ হয়ে যায় তখন ফেরেশতারা তাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করে, আর তাদের যদি কোন প্রয়োজন পড়ে, তখন ফেরেশতা তাদেরকে সহায়তা করে। **(মুস্তাদরাক, কিতাবুত তাফসীর ৩/১৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৫৫৯)**

ইমামত কোর্স বিভাগ

ইমামত এমন একটি পবিত্র পেশা যে, সকলেই এটিকে অন্তর থেকে সম্মান করে। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: ইমামত হলো ইসলামের সর্বোত্তম খেদমত এবং হালাল জীবিকা উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম। "ইমামত কোর্স বিভাগে" এর দায়িত্ব গুলোর মধ্যে এটিও অন্তর্ভুক্ত যে, এটি দেশে এবং বিদেশের মসজিদ সমূহের জন্য যোগ্য এবং দায়িত্বশীল ইমাম এবং মুয়াজ্জিন সরবরাহ করে। এই মজলিস এই বিষয়টি নিশ্চিত করে যে, দাওয়াতে-ইসলামীর অধীনে দায়িত্ব পালনরত ইমামগণ

ইমামতি ও নামায সম্পর্কিত মৌলিক ফরয সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত হতে হবে, তারা মুত্তাকী হওয়ার পাশাপাশি আমলদারও হতে হবে, দ্বীন ও মসলকের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে, মাদানী মরকযের নিয়ম অনুযায়ী ১২ দ্বীনি কাজের সাড়া জাগানো কারী হতে হবে। ইমামগণ ভাল বয়ান করার দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি, আকীদায় পরিপক্ক, ইমাম ও খতিব হওয়ার যোগ্যতা, তাজবীদ ও কেরাত সহকারে কুরআনের তিলাওয়াত করার দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি সুন্দর সামাজিক জীবন যাপনকারী হতে হবে। এজন্যই ইমামতি কোর্সে মৌলিক আকীদা, নামায ও ইমামতি সংক্রান্ত জরুরী ফিকহী মাসায়েল, তাজবীদ ও কেরাত এবং নৈতিকতা শিখানোর পাশাপাশি সংগঠনের বিষয়ে প্রশিক্ষণেরও আয়োজন করা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইমামত কোর্সের বরকতে অনেকেই নামায শুদ্ধ করার পাশাপাশি ইমাম হয়ে বিদায় নেয় এবং সমাজে সম্মানজনক স্থান অর্জন করে। তাই যার সুযোগ হয় তাকে অবশ্যই ইমামতি কোর্সের মাধ্যমে ইলমে দ্বীনি অর্জন করা উচিত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! ৪ যুল-হিজ্জাতুল-হারাম শায়খে তরিক্বত, আমীরে আহলে-সুন্নাতের পীর সাহেব সায়্যিদী কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পবিত্র উরস। আসুন বরকত অর্জনের লক্ষ্যে তার বরকতময় আলোচনা শ্রবণ করি:

সায়্যিদী কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরকতময় আলোচনা

খলিফায়ে আলা হযরত মাওলানা যিয়াউদ্দিন আহমেদ সিদ্দিকী কাদেরী মাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১৯৯৪ হিজরীতে, ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে সিয়ালকোট

জেলার (পাঞ্জাব পাকিস্তান) একটি অপ্রসিদ্ধ গ্রাম 'ক্লাসওয়ালা' নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুসলমানদের প্রথম খলিফা হযরত সিদ্দীকে আকবর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বংশধর। তিনি সিয়ালকোটে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। অতঃপর মারকাযুল আউলিয়া লাহোর এবং ২২ খাজার শহর দিল্লী শরীফে এসে কিছু দিন ইলমে দ্বীন অর্জন করেন। অবশেষে পিলিবেতে (ইউপি, ভারতে) হযরত আল্লামা মাওলানা অছি আহমদ মুহাদ্দিসে সুরতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাহচর্যে দীর্ঘ চার বছর যাবত ইলমে দ্বীন অর্জন করেন, আর দাওরায়ে হাদীসের পর সমাপনী সনদ লাভ করেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কারামতপূর্ণ হাতে হযরত সায়্যিদী কুতুবে মদীনার দস্তারবন্দী হয়। তিনি ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর হাতে বাইয়াতও গ্রহণ করেন। কেবল ১৮ বৎসর বয়সেই তিনি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট থেকে খেলাফতের সনদ প্রাপ্ত হন। **(সায়্যিদী কুতব মদীনা, ৭ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় নবীর শহরের সাথে প্রেম

সায়্যিদী কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১৩২৭ হিজরীতে বাগদাদ শরীফ থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হন এবং প্রায় ৭৫ বছর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেখানে অবস্থান করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। **(আনোওয়ারে কুতুবে মদীনা ৩৩৭ পৃষ্ঠা সারসংক্ষেপ)** শেষ বয়সে তার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেয়ে যায়, ডাক্তার চিকিৎসার জন্য জেদ্দা যেতে জোর করতে লাগলে তিনি বললেন এই অধম দৃষ্টিশক্তির জন্য মদীনা মুনাওয়ারা ছাড়তে পারে না। **(সায়্যিদি যিয়াউদ্দিন আহমদ কাদেরী, ১/৫২৩ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

সাত দিনের উপবাস

হযরত সায়্যিদী কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি যখন মদীনা শরীফে গিয়ে পৌঁছলাম প্রথম প্রথম আমার এমন সময়ও গেছে যে, আমি সাত দিনের উপবাস ছিলাম। সপ্তম দিনে আমি যখন ক্ষুধায় একে বারেই কাতর হয়ে পড়ি, তখন এক অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন বুযুর্গ ব্যক্তি আগমন করলেন, তিনি আমাকে তিনটি পাত্র দান করলেন, একটিতে মধু, দ্বিতীয়টিতে আটা আর তৃতীয় পাত্রে ঘি ছিল। পাত্রগুলো দিয়ে তিনি এটা বলে চলে গেলেন যে, আমি বাজারে গিয়ে আরো কিছু নিয়ে আসি। কিছুক্ষণ পর চায়ের প্যাকেট ও চিনি ইত্যাদি নিয়ে এসে আমাকে দিয়েই তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন। তার পরিচয় বিস্তারিত জানার জন্য আমিও তৎক্ষণাৎ তাঁর পিছু নিলাম কিন্তু ততক্ষণে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান। হযরত সায়্যিদী কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছে জিজ্ঞেসা করা হলো: আপনার ধারণা মতে সেই ব্যক্তিটি কে হতে পারেন? তিনি বললেন: আমার ধারণায় তিনি হলেন, **মদীনার সুলতান, সরদারে দুজাহান, মাহবুবে রহমান** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচাজান সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত সায়্যিদুনা হামযা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কেননা মদীনা শরীফের বেলায়ত তাঁর নিকটই সোপর্দ করা হয়েছে। **(সায়্যিদী কুতুবে মদীনা, ৮ পৃষ্ঠা)**

হে আশিকানে রাসূল! হযরত সায়্যিদুনা কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা হামযা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে অগাধ ভালোবাসতেন এবং প্রতি বৎসর পবিত্র রমযান মাসের ১৭ তারিখে তিনি হযরত সায়্যিদুনা হামযা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পবিত্র ওরস পালন করতেন। আর একটি রোযার ইফতার হযরত সায়্যিদুনা হামযা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পবিত্র মাজারে গিয়ে করতেন।

(সায়্যিদি কুতুবে মদীনা, ৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

ওফাত শরীফ ও জানাযা মোবারক

১৪০১ হিজরীর জিলহজ্ব মাসের ৪ তারিখ পবিত্র জুমার দিন মসজিদে নববী শরীফের মুয়াজ্জিন সাহেব اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলছেন, আর এদিকে সায়্যিদী কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কালেমা শরীফ পাঠ করেন এবং তাঁর রূহ মোবারক দেহপিঞ্জর থেকে উড়ে যায়। اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ গোসল শরীফের পর পবিত্র কাফন বিছিয়ে মাথা মোবারকের নিচে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র হুজরা শরীফের পবিত্র মাটি রাখা হয়। **হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাযার মোবারকের ধৌতকৃত অবশিষ্ট পানি এবং বিভিন্ন তাবারুকাত দেওয়া হয়। তারপর কাফন শরীফ বাধা হয়। আসরের নামাযের পর দরূদ শরীফ, সালাত ও সালাম, কসীদা বুরদা শরীফ ইত্যাদির পাঠ করার মাধ্যমে তাঁর পবিত্র জানাযা মোবারক উঠানো হয়। সায়্যিদী কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে তাঁরই বাসনা অনুযায়ী পবিত্র জান্নাতুল বাক্বীর যেদিকে পূতঃপবিত্র আহলে বাইতেগণ আরাম করছেন, সেদিকে সায়্যিদাতুন্নেসা হযরত ফাতেমাতুয যোহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর নূরানী মাজার শরীফের শুধুমাত্র দুই গজের ব্যবধানে দাফন করা হয়। **(সায়্যিদী কুতুবে মদীনা, ৯ পৃষ্ঠা)** আল্লাহ্ পাক সায়্যিদী কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "জীবনের শিষ্টাচার" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِیْ فَقَدْ اَحَبَّنِیْ وَمَنْ اَحَبَّنِیْ كَانَ مَعِیَ فِی الْجَنَّةِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে

www.dawateislami.net

ভালোবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালোবাসলো আর যে আমাকে ভালোবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।

(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২/৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস:১৭৫)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

কুরবানীর সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন কুরবানীর সুন্নাত ও আদব সম্পর্কে কতিপয় মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে দুটি ফরমানে **মুস্তাফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লক্ষ্য করুন, ইরশাদ হচ্ছে: (১) কুরবানী দাতার কুরবানীর পশুর প্রতিটি পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকী অর্জন হয়। **(তিরমিযী, কিতাবুল আযহা, ৩/১৬২ হাদীস: ১৩৯৮)** (২) ইরশাদ হচ্ছে: "যার কুরবানী করার সামর্থ্য আছে, কিন্তু কুরবানী করে না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না আসে। **(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল-আযহা ৩/৫২৯, হাদীস: ৩১২৩)** ✱ প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, স্থানীয় বাসিন্দা, মুসলমান নর-নারী যারা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকের উপর কুরবানী ওয়াজিব। **(আলমগীরি ৫/২৯২)** ✱ যদি কারো উপর কুরবানী করা ওয়াজিব হয় কিন্তু তখন তার নিকট অর্থ না থাকে তাহলে তাকে ঋণ নিয়ে বা কিছু বিক্রি করে কুরবানী করতে হবে। **(ফতোওয়ায়ে আমজাদিয়া ৩/৩১৫)** ✱ কুরবানীর পশু নিজ হাতে জবেহ করা উত্তম এবং সাওয়াবের নিয়্যতে জবাই করার সময় কুরবানী স্থলে উপস্থিত থাকাও উত্তম। **(ঘোড়ার আরোহী, ১৮)** ✱ অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের পক্ষ থেকে যদিওবা কুরবানী দেয়া ওয়াজিব নয় কিন্তু দেয়া উত্তম। (এক্ষেত্রে তাদের অনুমতিরও প্রয়োজন নেই)। **(ঘোড়ার আরোহী, ১৪)** ✱ প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান অথবা স্ত্রীর পক্ষ থেকে কুরবানী দিতে চাইলে তাদের কাছ থেকে অনুমতি নিতে

www.dawateislami.net

হবে, যদি তাদের অনুমতি ব্যতীত কুরবানী দিয়ে দেয় তাহলে তাদের পক্ষ থেকে ওয়াজিব আদায় হবে না। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/৩৩৪, অধ্যায়: ৫)**

-: ঘোষণা :-

কুরবানীর অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং এই মাদানী ফুলসমূহ জানতে তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশ গ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে

www.dawateislami.net

সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنۡزِلۡهُ الۡمَقۡعَدَ الۡمُقَرَّبَ عِنۡدَكَ يَوۡمَ الۡقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهۡلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الۡحَلِيۡمُ الۡكَرِيۡمُ سُبۡحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبۡعِ وَرَبِّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِيۡمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد